আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ মাঘ ১৪১৪ বুধবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

গাঁধীর শিক্ষা-ভাবনা ধরে রেখেছেন অশীতিপর দম্পতি

অশোককুমার কুণ্ডু ✧ পুরুলিয়া

গাঁধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত চিত্তভূষণ ও মালতী। -নিজস্ব চিত্র

গাঁধীর গ্রামসমাজের ভাবনা তাঁকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ তাঁকে সন্ধান দিয়েছিল নতুন সম্ভাবনার। এই স্বপ্ন আর সম্ভাবনাকে নিয়েই তাঁর পথ চলা শুরু। মাঝে ৬৮টা বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস টলেনি এতটুকুও। তাই এখনও অক্লেশে বলতে পারেন, “উন্নয়ন করতে আমরা আধুনিক মহাজনের ঋণে আবদ্ধ হচ্ছি। দেশের সম্পদ কি শূন্য? ‘আপনাদের’ আধুনিক উন্নয়নই তো বলছে, পৃথিবী এতটাই পলিউটেড যে এর পরমায়ু নিভু নিভু। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।”

বক্তা গাঁধীজির ভক্ত ৯৩ বছরের চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত। তিনি পুরুলিয়ার মাঝিহিরা গ্রামে একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় চালান। এখন ছাত্রছাত্রী ২৮০ জন। তবে এই মাঝিহিরা জাতীয় বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রায় সত্তর বছর আগে মাত্র আট জন পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হয়েছিল । তখন তা ছিল বিহারের মানভূমে। চিত্তবাবু ফিরে গেলেন সেই শুরুর দিনগুলিতে। বললেন, “আটষট্টি বছর আগে মাঝিহিরা কল্পনা করতে পারবেন না। তখন দেশটা বিহারের মানভূমে। খড়ের চালা ঘরে ধূলি-মলিন সাত-আটটি বাচ্চা। দিনে পড়াই। দুপুরে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে অভিভাবকদের বোঝাই, গ্রাম গড়তে গাঁয়ের সম্পদকে কেমন করে কাজে লাগাতে হবে। যতটা শেখাই তার চেয়ে অনেক বেশি শিখি। রাতের আশ্রয়, চন্দ্র

মাহাতোর ঘরে। খাবার, ভুট্টা আর জনার।”

পুরোটা একা নয়। গাঁধীর এই আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি পাশে পেয়েছেন স্ত্রী মালতী ধনাজি দাশগুপ্তকে। সেই ১৯৪৯, মানে যে বছর তাঁদের বিয়ে হয় তার পর থেকেই মালতীদেবীও এইখানে। মরাঠি এই কন্যার প্রথম প্রথম এখানে মানিয়ে নিতে অসুবিধাই হয়েছিল। কিন্তু গাঁধীর ভাবাদর্শই তাঁকে মাঝিহিরায় মন টিকিয়ে দেয়। অজানা দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিও এক সময় আপন হয়ে ওঠে। সঙ্গী চরকা ও গাঁধী দর্শনে বিশ্বাস। আর স্বামী চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত।

তা হলে গাঁধী ভাবাদর্শে কি বিয়েটা প্রেমের ছিল? মালতী দেবী বললেন, “পড়াশুনা-চরকা-নঈ তালিম আর দেশের স্বাধীনতা অর্জন — এ ছাড়া আর কিছুই মাথার মধ্যে ছিল না। বিয়ে- সংসার- পুরুলিয়া, তখন লক্ষ যোজন দূরে। ওয়ার্ধার আশ্রমিক জীবন অতি পবিত্র ও সুন্দর । সব ছেড়ে এই মাঝিহিরায়, একটু কঠিন কাজই ছিল আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।”

দেশকে মুক্ত করার মহামন্ত্রে দাশগুপ্ত পরিবার ও চৌধুরি পরিবার প্রথ ম থেকেই ছিল দীক্ষিত। তাই জেলে যাওয়া, ইংরেজ বিরোধিতা ছিল জলভাত। মালতীদেবীর বাবা জেল খেটেছেন, মালতীদেবী নিজেও। আর চিত্তভূষণ তো ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। র াজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তব্য ‘একমাত্র হিন্দিই হওয়া উচিত নঈ তালি ম (পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতায় গাঁধীর দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতি)-এর মাধ্যম’-এর বিরোধিতা করেন তিনি। খাদি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ ঋষি নিবারণের কনিষ্ঠ পুত্র চিত্তবাবুর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিল ওয়ার্ধা। সুতরাং প্রতিবাদী যুবকের গলায় ঝুলল মিলন-মালা। চিত্তভূষণের সঙ্গে মালতীর বিয়ের ঘটকালি করেন কাকাসাহেব কালেলকার।

শুরু হল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সাধনা। আঞ্চলিক, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য কোপ পড়েছিল এই আশ্রমে। ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে এই আশ্রম-বিদ্যালয়। বন্ধ হয় প্রতিষ্ঠান। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা ও মালভূমের এই অঞ্চল বঙ্গভূক্তির আন্দোলনের পক্ষে ছিল বলে স্বাধীনতার পরে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে ডাকাতিও

হয়। দুষ্কৃতীদের হাতে মালতীদেবী প্রহৃতও হন। তা-ও ক্লান্তি নেই, থ মকে যাওয়া নেই। ভাবটা যেন, বড় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য এমন ছোটখাটো বাধা তো থাকবেই!

৮৩ বছরের মালতীর দিন কাটে 'বুড়ো-বুড়ির' রান্না, চরকায়, প্রার্থনা আর পড়াশুনায়। 'দাদু' চিত্তভূষণের দিন কাটে চরকায়, রবীন্দ্রনাথ-গাঁধীর শিক্ষা ভাবনায় ও পল্লি গঠনে। 'দাদু-দিদা'র এই অধ্যবসায়ের শরিক হয়েছে বিউটি, ইন্দিরা, তনুশ্রীরা। ঝাঁট দেওয়ার কাজটা দারুণ ভাল লাগে বিউটির। ইন্দিরার আবার ঝাঁট দেওয়াটা না-পসন্দ! তনুশ্রী বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে এই আশ্রমকে সব রকম সাহায্য করবে।

আশ্রম-বিদ্যালয় চলে নানা অনুদানে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল নয়, তাই সরকারি অনুদান আসে না। ওয়েবসাইট দেখে দেশ-বিদেশ থেকে টাকা আসে। আর ছাত্রছাত্রীদের সামান্য মাইনেতেই চলছে এই বুনিয়াদি স্কুল। বিদ্যালয়ের নতুন পরিচালন কমিটির নির্বাহী সম্পাদক মানিক দাশগুপ্ত বললেন, "নানা সঙ্কটে পার্থবাবুও (পার্থ দে) সাহায্য করেন।"

গাঁধীর শিক্ষাভাবনাকে পুঁজি করে তা-ও চলছে 'দাদু-দিদা'র বিশ্বাসের বুনিয়াদ। স্বপ্ন সার্থক। কিন্তু গাঁধী যে ভারতের কল্পনা করতেন, মুক্ত অর্থনীতির দাপটে তা আজ হাজার যোজন দূরে। তাই চিত্তবাবু মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে যান ছোট্ট তিতলির প্রশ্নে — "এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে, সব মুছে গেলে, দাদু আমি তবে খেলব কোথায়?"

First Page | Calcutta | State | Uttarbanga | Dakshinbanga | Bardhaman
Purulia | Murshidabad | Medinipur | National | Business | Foreign
Sports | Today | Editorial | Reviews | Patrika | Rabibashariya
Horoscope | Crossword | Comics | Prostuti | Feedback
Archives | About Us | Advertisement Rates | Font Problem